পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন

নির্দেশিকা

পৌর বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	পরিচিতি	২-৩
২	পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের নীতি,আদর্শ, লক্ষ্য ও পদ্ধতি	৪-৭
৩	পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন শহর ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী	৮
৪	সামাজিক ঐক্যবদ্ধকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	৯-১৪
৫	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫-১৭
৬	সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান	১৮-২০
৭	স্বনিযুক্তি কার্যক্রম	২১-২৩
৮	শহরের হকারদের সহায়তা	২৪-২৫
৯	আর্থিক অনুদানের রূপরেখা ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি	২৬-২৭
১০	শহরের গৃহহীনদের আবাসস্থল প্রদান পরিকল্পনা	২৮-৩০
১১	উদ্ভাবনী ও বিশেষ প্রকল্প	৩১
১২	পরিচালনা ও অন্যান্য খরচ	৩২
১৩	তথ্য, সচেতনতা ও প্রচার	৩২
১৪	পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের পরিচালন এবং প্রশাসনিক কাঠামো	৩২-৩৭
১৫	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩৮

পরিচিতি

১.১ যে কোন দেশের উন্নয়নের এক বড় স্তম্ভ সেই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিকাশ। তাই এ কথা বলাই যায় যে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং নগরোন্নয়ন পরস্পর একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আমাদের দেশের সমস্ত শহর এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান স্তম্ভ বলা যেতে পারে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬০ শতাংশের বেশি আসে এই শহরগুলি থেকে। ২০১১ - এর জনগণনা অনুযায়ী শহরগুলির মোট জনসংখ্যা ৩৭ কোটির বেশি, যা ২০০১ এর থেকে ৩১ শতাংশ বেশি। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় কমিশন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ওপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ২০০৪-২০০৫ এ সব ধরনের কর্মীর ৯০ শতাংশের বেশি অপ্রচলিত অর্থনীতির সাথে যুক্ত ছিল।

১.২ পরিচিত নিয়ম নীতির বাইরে অনেক পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকেন দারিদ্রের একটা বড় অংশ। আর এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তির অনেকেই সমাজের সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে থাকেন এবং তারা নানা রকম সামাজিক সমস্যার সন্মুখীন হন প্রতিনিয়ত। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের চিরকালের জন্য চলে যেতে বাধ্য করা হয়। উচ্ছেদ, অপসারণ, সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করণের মত সামাজিক সমস্যার শিকার হতে হয়। এমনকি যারা রোজগারের ভিত্তিতে দারিদ্র নয়, তারাও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হয় ; সামাজিক বৈষম্য, বহিষ্কার, বাসস্থানের অনিশ্চয়তা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার হওয়ার মত নানারকম সমস্যার সন্মুখীন হয়। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা থাকে না বললেই চলে।

১.৩ যার ফলে আমাদের দেশে দারিদ্রের মাত্রা অনুযায়ী মুলত তিন ধরণের দারিদ্র চোখে পড়ে। (ক) বাসস্থানের সুরক্ষাহীনতা (বাসযোগ্য জমি, আশ্রয়, ন্যূনতম পরিষেবা ইত্যাদির অভাব), (খ) সামাজিক সুরক্ষাহীনতা (লিঙ্গ বৈষম্য, শ্রেনি বৈষম্য, মত প্রকাশের অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা, সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রবেশাধিকারের অভাব ইত্যাদি সামাজিক বৈষম্য) এবং (গ) র্কমসংস্থানের সুরক্ষাহীনতা (অনিশ্চিত জীবিকা, কাজের সুযোগ ও রোজগারের জন্য অপ্রচলিত ক্ষেত্রে নির্ভরতা, র্কম সুরক্ষার অভাব, কাজের নিম্নমানের পরিবেশ ইত্যদি)। এই সুরক্ষাহীনতাগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যদি সত্যিই আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করতেই হয় তাহলে এই সুরক্ষাহীনতার মাত্রানুসারে শহরের দরিদ্রদের মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়া - তথা মহিলা, শিশু, প্রবীণ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভিন্ন ধারার সক্ষম ইত্যাদি শ্রেনির মানুষদের প্রতি সহায়তার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার।

১.৪ ‘জাতীয় শহরী আবাসন ও বাসস্থান নীতি’, ২০০৭ - এর লক্ষ্য ছিল দেশে বাসস্থানের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও সমাজের সব শ্রেনির জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে জমি ও আশ্রয় সুনিশ্চত করা এবং ন্যায্য মূল্যে পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপত্তাহীন হলেন সেই সব মানুষ যারা শহরের গৃহহীন এবং যাদের কোন সুনিশ্চত আশ্রয় বা সামাজিক সুরক্ষা নেই। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায়

সমস্ত মানুষের আশ্রয়ের অধিকারকে সুনিশ্চত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান নির্দেশ অনুযায়ী, 'মর্যাদাপূর্ণ আশ্রয়' - এর অধিকারকে সুনিশ্চিত করণ করতে বলা হয়েছে। আর সেই আদেশকে কার্যকরী করতে ভারত সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রনয়ণ করেছেন। শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য সুষ্ঠু নীতি ও কার্যক্রম প্রনয়ণ করা অত্যন্ত জরুরী।

১.৫ আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে অনেক ধরণের দারিদ্র চোখে পড়ে। আর যারা দরিদ্র, তারা পিছিয়ে পড়া হিসাবে চিহ্নিত হন। এই সমস্ত দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া অসহায় পরিবার প্রতিনিয়ত নানা রকম সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। সুরক্ষাহীন জীবন যাপন করেন তারা। তাই এই সমস্ত অসুরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের পেশা, বাসস্থান, প্রতিদিনের চাহিদাগুলো সবদিক দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হলে তবেই সমাজের সব স্তরে উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। ভারত সরকার-এর 'অটল মিশন ফর আরবান রেজুভিনেশন এ্যন্ড ট্রান্সফরমেশন (আমুত)', 'হাউসিং ফর অল' প্রকল্পের মাধ্যমে বাসস্থানগত সুরক্ষাহীনতা নিরসনের চেষ্টা চলছে। আর বাজার উপযোগী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শহরের মানুষের দক্ষতা বিকাশ ও স্ব-নিযুক্তির লক্ষ্যে তাদের সহায়তার মাধ্যমে পেশাগত এবং সামাজিক সুরক্ষাহীনতা নিরসনের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। শহরের দারিদ্র দূরিকরণ প্রকল্প 'দক্ষতা বৃদ্ধি' ও 'সহজ ঋণ' নির্ভর হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট মিশনের মাধ্যমে শহরের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নই পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন (ডাবলু.বি.এস.ইউ.এল.এম) - এর প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গনগর জীবিকা মিশন এর নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন

২.১ 'পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন' - এর উদ্দেশ্য হল শহরের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারগুলোকে মুনাফা ভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। আর সেই কাজের / স্ব-নিযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তুলতে তাদের দক্ষতা বাড়ানো এবং মজুরি ভিত্তিক কাজের উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া, অসহায়, দারিদ্র পরিবারগুলোর সুরক্ষাহীনতা ও দারিদ্র হ্রাস করা যায়। আর যার ফল স্বরূপ সমাজের একেবারে নীচের স্তর পর্যন্ত এই সমস্ত দরিদ্র পরিবার তাদের নিজস্ব একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং সেই সঙ্গে এইসব পরিবার গুলোর জীবিকার উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী উন্নতি ঘটে। শুধুমাত্র শহরের দরিদ্ররা যে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন তা নয়। এই মিশনের আওতাভুক্ত হবেন সেই সমস্ত মানুষ যারা গৃহহীন, যাদের কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই তাদেরও। তাদের জন্য ধাপে ধাপে নূণ্যতম পরিষেবা যুক্ত আশ্রয় প্রদান করা এই মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য। এছাড়াও শহরাঞ্চলের 'হকারদের (স্ট্রীট ভেন্ডর) উপযুক্ত স্থান, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আধুনিক বাজার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে সক্ষম করে তোলাও এই মিশনের লক্ষ্য।

পথ নির্দেশক নীতি

২.২ **'পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন'-** এর আর এক মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের সমাজে দরিদ্র, অসহায়-সহায় সম্বলহীন তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্ব উদ্যোগী হবার এবং নিজেদের দরিদ্রতা দূর করবার বা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা তৈরি করা। আর সেটা করতে তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিয়ে একটি সামঞ্জস্য ও সুসংহত জীবিকার ক্ষেত্র তৈরি করা। সেই লক্ষ্যে পৌছনোর উদ্দেশ্যে এই মিশনের কয়েকটি পদক্ষেপ ঠিক করা হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হল, শহরের দরিদ্রদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান/ সংগঠণ তৈরির জন্য উৎসাহ দেওয়া। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, এই পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা বাইরের পরিবেশ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মোদ্যোগ, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। তৃতীয় পদক্ষেপ হল, আর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জাতীয় স্তর, রাজ্য স্তর, শহর স্তর এবং গোষ্ঠী স্তর পর্যন্ত নিরবিছিন্ন ও সংবেদনশীল সহযোগী ব্যবস্থাপনা তৈরি করা এবং সেই ব্যবস্থাপনা রূপায়ণের মাধ্যমে সামাজিক একতা, প্রতিষ্ঠান গঠণ এবং জীবিকার উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় উৎসাহ বাড়িয়ে তোলা দরকার।

২.৩ **'পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন'**- এই মতে বিশ্বাসী যে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি তখনই সফল হতে পারে, যখন দারিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নিজেদের মাধ্যমেই পরিচালিত করে। দারিদ্র মানুষদের নিজেদের এই মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠণ তাদের মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে শক্তিশালী করে তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সার্বজনীন ও ব্যক্তিগত অধিকার, পাওনা, সুযোগ, পরিষেবা আদায়ে উপযুক্ত করে আর এরই ফলস্বরূপ তারা তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা, দাবি ও প্রাপ্য আদায় করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

২.৪ ভারতীয় সংবিধান (৭৪তম সংশোধন) আইন, ১৯৯২ অনুযায়ী 'শহরী দারিদ্র দূরীকরণ' করা হল, স্থানীয় পৌরসভার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। সুতরাং নিজ-নিজ শহরে দারিদ্র দূরীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবিকা উন্নয়নের কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহন করে, এই প্রকল্প রূপায়ণের সার্বিক দায়িত্ব স্থানীয় পৌরসভাকেই নিতে হবে।

২.৫ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন -** এর লক্ষ্য হবে শহরের সমস্ত দরিদ্রদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো এবং ঋণের সুযোগ করে দেওয়া। এই প্রকল্প সার্বিকভাবে শহরে বসবাসকারী দরিদ্রদের বর্তমান বাজার উপযোগী কাজের জন্য দক্ষতা বাড়ানোর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, স্ব-নিযুক্তি ও ঋণের সুযোগের ব্যবস্থা করে দিতে সাহায্য করবে।

২.৬ শহরের **'জনসংখ্যা পিরামিডের'**-এর একদম তৃণমুল স্তরে বসবাস করেন হকাররা। এই হকাররা স্ব-নিযুক্তি ও স্ব-রোজগারের মাধ্যমে যাতে, সরকারি সাহায্য ছাড়াই, নিজ নিজ দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্দোগী হওয়া। এটি শহরের যোগান ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে হকারদের জন্য উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করা ও স্থান নির্ধারণ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা এবং তাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে বর্তমান বাজারের সুযোগ গ্রহণে সহযোগিতা করা। একথা সত্যি যে শহরের সুসংহত যোগান ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক।

২.৭ আমরা জানি, গৃহহীন মানুষেরা শহরী দারিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম । তারা কোন আশ্রয় বা সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত হতে পারে না, কিন্তু তাদের সস্তা শ্রম শহরের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সাহায্য করে। রাস্তায় বা ফুটপাথে বসবাস করা এইসব আশ্রয়হীন মানুষেরা প্রতিনিয়ত নানা রকম র্নিমম অত্যাচারের শিকার হন। এই সমস্ত প্রান্তিক দারিদ্র মানুষেরা প্রতিমুহূর্তে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন। তাই এদের সুষ্ঠু আশ্রয় ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য

দরকার সুনির্দিষ্ট নীতি। এই প্রকল্প বিভিন্ন ধাপে সমস্ত শহরের সমস্ত গৃহহীন মানুষদের ন্যূনতম পরিষেবাযুক্ত আশ্রয় পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সুনিশ্চিত জীবন প্রদান করতে আগ্রহী।

২.৮ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করে চলবে। বিশেষ করে সেই সমস্ত দপ্তর যারা দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে এবং জীবিকার উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষাও যাতে সেই সব মানুষের কাছে সমানভাবে পৌছে যায় তার জন্য শিক্ষা দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথেও সমন্বয় সাধন করবে। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দুর্বল মানুষ যাতে সামাজিক সহায়তা ও বীমা পরিষেবার আওতাভুক্ত হয় তাও দেখা হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির সাথে সমন্বয় সাধন করে গ্রাম ও শহরের মানুষের সার্বিক জীবিকা উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা নেবে।

২.৯ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন** এর লক্ষ্য, বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করা ও গৃহহীনদের বাসস্থান নির্মাণ করা। এই প্রকল্প যৌথভাবে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহরের গৃহহীনদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ, দরিদ্রদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও সম্মিলিত ভাবে প্রযুক্তিগত, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার প্রক্রিয়াও উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের স্ব-নিযুক্তি ও ছোট কারখানা বা লাভজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কাজ করবে।

আদর্শ

২.১০ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন** - যে আদর্শগুলি গ্রহণ করেছে :

ক) শহরের সব কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দরিদ্রদের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ভিত্তিক ও কার্যকরি
অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ।

খ) প্রতিষ্ঠান গঠণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণে স্বচ্ছতা।

গ) সরকারি ও সামাজিক কার্য্যনির্বাহকদের দায়িত্বশীলতা বাড়ানো।

ঘ) শিল্পক্ষেত্র ও অন্যান্য সহযোগীদের যৌথ অংশিদারীত্ব।

ঙ) সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বনির্ভরতা, স্বনিযুক্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

পদ্ধতি

২.১১ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন** প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহন করেছে:

ক) শহরের দরিদ্রদের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির জীবিকা উন্নয়ন ও রূপায়ণের সার্মথ্য বাড়ানো এবং দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি সার্বিক ও কার্যকরি সহযোগিতা।

খ) শহরের দরিদ্রদের জীবিকার পথ ও বিকল্প আরো সুযোগের সম্ভাবনা বাড়ানো।

গ) ক্রমবর্ধমান শহুরে অর্থনীতি ও বর্তমান বাজারের উপযোগী কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতার বিকাশ করা।

ঘ) শহরের দরিদ্রদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও তা রূপায়ণে সাহায্য করা।

ঙ) শহরের গৃহহীন মানুষের জন্য জল সরবরাহ, শৌচালয়, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সুবিধা সহ ২৪ ঘন্টার স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

চ) নির্ভরশীল শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, মানসিকভাবে অসুস্থ, রুগ্ন ইত্যাদি অতি দূর্বল শ্রেণীর শহরের গৃহহীনদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য স্থায়ী আশ্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা ও পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

ছ) শহরের গৃহহীন মানুষদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপন করা, যাতে তারা খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি পরিষেবার অধিকার ও সুরক্ষাজনিত পেনশন, রেশন, সুসংহত শিশু উন্নয়ন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সঠিক পরিচয়পত্র, আর্থিক সহযোগিতা, স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা এবং কম টাকায় বাসস্থান ইত্যাদি ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসে।

জ) শহরের হকারদের জন্য উপযুক্ত জায়গা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, সামাজিক সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বর্তমান বাজার অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণে সহযোগিতা করা।

পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন শহর ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

৩.১ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে যে সমস্ত শহরে ১ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা আছে এবং যেগুলি জেলার সদর শহর সেইরকম ৫৮টি পৌরসভায় পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন প্রকল্প প্রথমপর্বে রূপায়িত হচ্ছে। বাকি ৬৭টি শহরও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বর্ষ থেকে এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

৩.২ শহরের দারিদ্র পরিবার ও শহরের গৃহহীন নাগরিকরা পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পের প্রাথমিক উপভোক্তা। শহরে বসবাসকারী দারিদ্র পরিবারগুলি সনাক্তকরণের জন্য আর্থ-সামাজিক কাষ্ট সেনসাস, ২০১১ এর কাজ শেষ হয়েছে। এই অবস্থায়, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চিহ্নিত শহরের বি.পি.এল তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠী এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এছাড়াও শহরের দরিদ্রদের জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক ৩০% পর্যন্ত, তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া শহরী নাগরিককে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

সামাজিক ঐক্যবদ্ধকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

(সোসাল মোবিলাইজেশন্ এন্ড ইন্সটিটিউশ্নাল ডেভলপমেন্ট)

৪.১ শহরে বসবাসকারী সমস্ত দরিদ্র পরিবার গুলোকে একজোট / ঐক্যবদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই হল এই কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান পথ। পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন মনে করে, শহরের প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের অন্তত একজন, মূলত: মহিলাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে (এস.এইচ.জি) যুক্ত করা এবং গোষ্ঠীগুলি থেকে সংঘ (ফেডারেশন) গঠণ করার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা দরকার। প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়েই স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ করা হবে, প্রতিবন্ধী পুরুষদের নিয়েও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ করা যেতে পারে। এই গোষ্ঠী ও সংঘগুলি, শহরের দরিদ্রদের আর্থিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

৪.২ সমাজের সবথেকে দুর্বলতর অংশ - যেমন, তফশিলি জাতি, তফশিলি আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষ, মহিলা র্নিভর পরিবার, প্রতিবন্ধী ও দু:স্থ পরিবার এবং নিরাপত্তাহীন জীবিকার সাথে যুক্ত শ্রমিক, হকার, কাগজ কুড়ানী, ঘরের ঠিকে কাজের শ্রমিক, ভিখারী ও নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৪.৩ নিজ নিজ পৌরসভা এলাকায় গড়ে ওঠা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো ওয়ার্ড ভিত্তিক ভাবে সংঘবদ্ধ হবে এবং সংঘ ও মহাসংঘ গঠণ করবে। বলা যেতে পারে ১৩-১৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হবে স্থানীয় সংঘ (এরিয়া লেভেল ফেডারেশন / ALF) এবং ১৫টি স্থানীয় সংঘ নিয়ে গঠিত হবে পৌর মহাসংঘ (সিটি লেভেল ফেডারেশন / CLF)'স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা'তে (এস.জে.এস.আর.ওয়াই) গঠিত হওয়া প্রতিবেশি গোষ্ঠী (নেবারহুড গ্রুপ বা এন.এইচ.জি), এই প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হবে। এজন্য তাদের নাম বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই। স্থানীয় সংঘ (এ.এল.এফ) ও পৌর মহাসংঘ (সি.এল.এফ) আইনানুগ সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিভুক্ত হবে ।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও ফেডারেশ্ন গঠণ নিম্নরূপ :

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (সেলফ হেল্প গ্রুপ) : পৌর এলকায় ১২-১৫ জন পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠণ হবে। ১১/৫/২০১৬ এর পরিবর্তিত নির্দেশাবলী (F.No K -১৪০১৪/২৯/২০১৫-UPA/FTS-১৩৭২৮) ভারত সরকার এই নিয়মের ক্ষেত্রে একটি সংযোজন করেন । সংযোজিত নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ১০ জনের কম সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে, ঐ গোষ্ঠীকে আর্বতনীয় তহবিল পাবার জন্য আরো সদস্য যুক্ত করা যেতে পারে । এছাড়া পার্বত্য এলাকা এবং তপসিলী উপজাতী সম্বলিত এলাকায় যেখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ভীষনভাবে পিছিয়ে

পরা এবং একই সঙ্গে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন, ঐ সমস্ত এলাকায় ১০ জনের কম জনগোষ্ঠীকে নিয়ে দল বা গোষ্ঠী গঠণ করা যেতে পারে । একটি গোষ্ঠীতে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ শহরী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী (BPL) মহিলা থাকতে হবে। বাকি ৩০ শতাংশ খাদ্য সুরক্ষা আইনের উপভোক্তা থেকে নেওয়া যেতে পারে। ৭০ শতাংশ বি.পি.এল. পরিবারভুক্ত মহিলাদের নিয়ে দল গঠিত হলে ঐ দলকে প্রকল্পের সব রকমের সাহায্য / সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত করা হবে।

এরিয়া লেভেল ফেডারেশন : পৌর এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক ১৩-১৪টি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে একটি স্থানীয় সংঘ এরিয়া লেভেল ফেডারেশন গঠিত হবে। প্রতিটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী থেকে ২জন সদস্য এরিয়া লেভেল ফেডারেশনের সদস্য হিসাবে যুক্ত হবে। এরিয়া লেভেল ফেডারেশন একটি আইনানুগ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিভুক্ত হবে।

সিটি লেভেল ফেডারেশ্ন : পৌর সভা এলাকায় ১৫ টি স্থানীয় সংঘ / এরিয়া লেভেল ফেডারেশন নিয়ে একটি পৌর মহাসংঘ / সিটি লেভেল ফেডারেশন গঠিত হবে। প্রতিটি এরিয়া লেভেল ফেডারেশ্ন থেকে ২জন সদস্য সিটি লেভেল ফেডারেশনের সদস্য হবে। পৌর মহাসংঘ / সিটি লেভেল ফেডারেশন একটি আইনানুগ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিভুক্ত হবে।

ফেডারেশন কাঠামো :

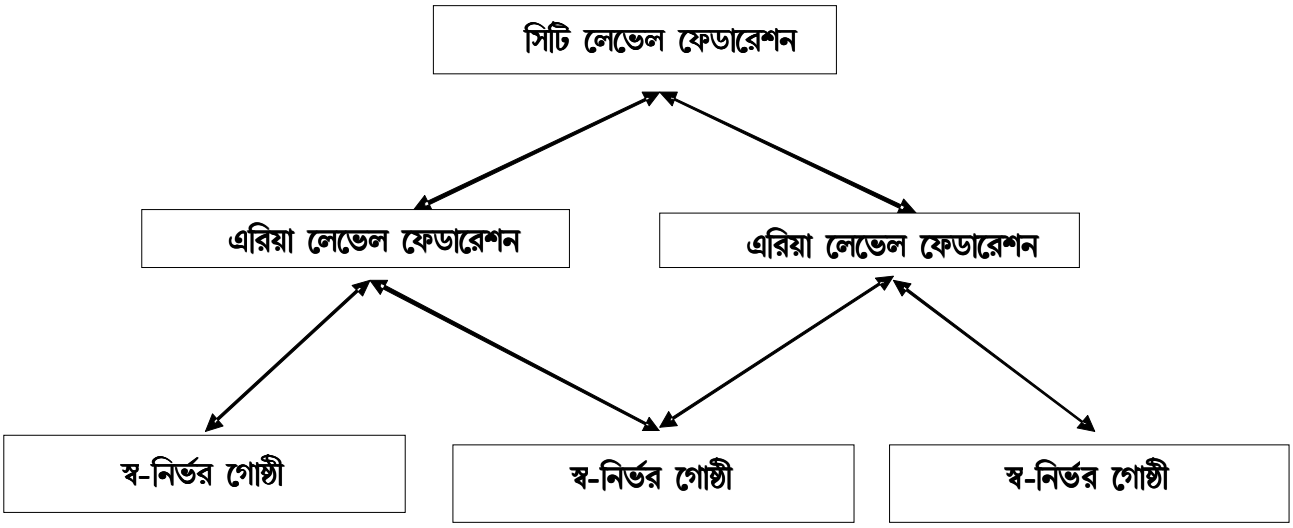

উপকার্যক্রম : সামাজিক প্রতিষ্ঠান : স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘ গঠণ

৪.৪ এই কার্যক্রমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘ গঠণ এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রত্যেকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (ফাইনানসিয়াল ইনক্লুসান্) কে সহজতর করতে সহায়ক সংস্থা (রিসোর্স অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে আর.ও) নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে ৫৬ টি সি.ডি.এস.কে আর.ও হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সহায়ক সংস্থাগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে,

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ করা, গোষ্ঠীর উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া, গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাংকের সংঙ্গেঁ সংযুক্তি করানো, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘ গঠণ করা, তাদের প্রশিক্ষণ ও র্কমক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পৌরসভার সাথে যথাযথ যোগাযোগ ও অংশগ্রহনের মাধ্যমে পৌর এলাকার সামাজিক, পেশাগত ও বাসস্থানগত বৈষম্য কমিয়ে আনা। সর্বশেষ প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীক উদ্দ্যোগে পরিণত করা যাতে গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যার আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে ওঠে।

৪.৫ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন স্বশাসিত সংস্থা অথবা দীর্ঘদিন ধরে চালু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পরিচালিত কোন সংঘ, যাদের শহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে বড় প্রকল্প পরিচালনা ও তা সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠনের ওপর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের সহায়ক সংস্থা হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।

৪.৬ আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও.) এবং সি.ডি.এস. কে সহায়ক সংস্থা হিসাবে যুক্ত করা হচ্ছে। তাছাড়াও কোন বেসরকারি সংস্থা যদি একটি নিবন্ধিত সংস্থা হয়, স্বর্নিভর গোষ্ঠী গঠণ ও তার পরিচালনা করার সাথে সাথে যদি সেই বেসরকারি সংস্থাটির আর্থিক সংগতি, দীর্ঘদিনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সঠিক ভাবে আর্থিক ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষমতা, দক্ষ কর্মচারীর সংজ্ঞা প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কাজের সঠিক জ্ঞান, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, জীবিকার উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কের সংঙ্গে সংযুক্তি করণের অভিজ্ঞতা থাকে তবে তাকে সহায়ক সংস্থা হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.৭ ০৩/৮/২০১৫ এর পরিবর্তিত নির্দেশাবলী (F.No-K-১৪০১১/৭/২০১৩-UPA/FTS-৯৭৮৯) ভারত সরকার সম্পদ সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু সংযোজন করেন । এই পরিবর্তিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী যে সমস্ত অ-সরকারি সংগঠণ ‘‘জাতীয় গ্রামীন জীবিকা মিশন”, নার্বাড, অথবা অন্য যেকোন সরকারি দপ্তরের তালিকাভুক্ত ,সেই সমস্ত সংস্থাকে সহায়ক সংস্থা (Resource Organization) হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে ।

৪.৮ প্রতিটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠণ, তাদের হাতে কলমে সহযোগিতা, সদস্যদের প্রশিক্ষণ, ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্তিকরণ, সংঘ গঠণ, প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীক উদ্দ্যোগে পরিণত করা ও আন্যান্য কাজের জন্য সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। র্বতমানে রাজ্যের সাথে বিভিন্ন সহায়ক সংস্থাগুলির চুক্তি হয়েছে। যার মাধ্যমে নিযুক্ত সহায়ক সংস্থাগুলিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ, তাদের সদস্যদের গোষ্ঠী পরিচালনার প্রশিক্ষণ, ব্যাঙ্কের সাথে সংযোগ স্থাপন, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘ গঠণ ও আবর্তনীয় তহবিল (রিভলভিং ফান্ড) সহ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর অন্যান্য সহযোগিতার অর্ন্তভূক্তিকরণ ইত্যাদির নিরিখে তহবিল দেওয়া হবে। সহায়ক সংস্থাগুলি সর্বাধিক ২ বছরের জন্য স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে হাতে কলমে সহযোগিতা করার সুযোগ পাবে।

৪.৯ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যোজনা ও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আশা (ASHA) বা অঙ্গঁনওয়ারী কর্মী এবং সামাজিক ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর অধীনে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠণে ব্যবহার করা যেতে পারে। এলাকার অঙ্গঁনওয়ারী কর্মীদের সাহায্যেও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ করা যেতে পারে। তাছাড়া পৌরসভাগুলি নিজ উদ্দ্যোগে নিজের সম্পদ কাজে লাগিয়ে গোষ্ঠী গঠণ করতে পারে।

উপকার্য্যক্রম : সার্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভূক্তি

৪.১০ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন -** এর লক্ষ্য শহরের দরিদ্রদের ও তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সঞ্চয় খাতা খোলা, অর্থনৈতিক সাক্ষরতার প্রসার, ঋণের সুবিধা, সহজ শর্তে বীমা, অর্থ প্রেরণের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্যের মাধ্যমে সার্বজনীন আর্থিক অর্ন্তভুক্তি অর্জন। এই প্রকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় তথ্য-সম্প্রচার ভিত্তিক প্রযুক্তি (আই.সি.টি), আর্থিক প্রতিনিধি ও সামাজিক সহায়ক যেমন, ব্যাঙ্ক মিত্র ও বীমা মিত্র ইত্যাদিবীমা পরিষেবার মাধ্যমে শহরের দরিদ্রদের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা (আর.এস.বি.ওয়াই), জনশ্রী বীমা যোজনা (জে.এস.বি.ওয়াই) এবং অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে।

উপ কার্যক্রম : স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘকে আবর্তনীয় তহবিল (রিভলভিং ফান্ড) সহায়তা

৪.১১ **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন -** এর স্বনির্ভর দলগুলির মূলত তিনটি কাজ: ক্ষুদ্র সঞ্চয় করা ও ঋণ দেওয়া (থ্রিফট এন্ড ক্রেডিট), কারীগরি শিক্ষা এবং সাধারণ দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা। যে সব গোষ্ঠীতে (ক) শহরের ন্যূনতম ৭০ শতাংশ দারিদ্রতথা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করা এমন সদস্য থাকবে, (খ) এর আগে কোনোভাবে মূলধনী সাহায্য পায়নি এবং (গ) যারা ন্যূনতম ছয় মাস সঠিকভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ দান করেছে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেইরকম প্রত্যেক গোষ্ঠীকে আবর্তনীয় তহবিল (রিভলভিং ফান্ড) হিসেবে এককালীন ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা) মূলধনী সাহায্য দেওয়া হবে।

৪.১২ প্রতিটি স্থানীয় সংঘকেও তাদের কাজকে সঠিকভাবে ও সহজতর করার জন্য, এককালীন ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) আবর্তনীয় তহবিল (রিভলভিং ফান্ড) হিসেবে মূলধনী সাহায্য দেওয়া হবে।

উপকার্য্যক্রম : পৌর জীবিকা কেন্দ্র (সিটি লাইভলিহুড সেন্টার বা সংক্ষেপে সি.এল.সি)

৪.১৩ পৌর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যর বিপণন ব্যবস্থাকে সহজতর করতে শহর ভিত্তিক একটি বিধি বর্হিভূত 'এক জানালা বিশিষ্ট বহু পরিষেবা কেন্দ্র' হিসাবে পৌর জীবিকা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে একদিকে শহরের দরিদ্ররা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে পারবে, তথ্য অনুসন্ধান ও অন্যান্য সুবিধা পাবে, তেমনি অন্যদিকে শহরের অন্যান্য দরিদ্ররা তাদের পণ্য ও পরিষেবা পেতে পারবে।

৪.১৪ এই পরিষেবা কেন্দ্রগুলি পৌর এলাকার দরিদ্রদের, তাদের পেশা ভিত্তিক দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ, বর্তমান বাজারের চাহিদা ও নিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে তথ্য জানাবে এবং যারা দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ, মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বা সুসংহত ভাবে স্ব-উদ্যোগী বা স্ব-নিয়োজিত হতে চাইছে, তাদের সঠিক পথনির্দেশ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

৪.১৫ নীচের সারণি অনুযায়ী পৌর জীবিকা কেন্দ্র (সি.এল.সি) গঠণ করা যাবে :

শহরের জনসংখ্যা	সি.এল.সি গঠনের উর্ধ্বসীমা
১ লাখ থেকে ৩ লাখ	১ টি
৩ লাখ থেকে ৫ লাখ	২ টি
৫ লাখ থেকে ১০ লাখ	৩ টি
১০ লাখের বেশি	৮ টি
জেলা সদর শহর, যাদের জনসংখ্যা ১ লাখের কম	১ টি

৪.১৬.১ পৌর এলাকায় পরিষেবা / জীবিকা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠা 'পৌর জীবিকা কেন্দ্র' গুলিকে একটি র্নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাপকাঠি অনুসারে মোট তিনটি কিস্তিতে বিমুক্ত তহবিল পরিকাঠামো গঠণ ও তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হবে। এই তহবিলকে ব্যবহার করে - পরিকাঠামোর উন্নয়ন তথা - কম্পিউটার, আসবাবপত্র, টেলিফোন, পণ্য প্রদর্শনের সুবিধা, প্রশিক্ষণের সুবিধা ও অন্যান্য পরিচালন খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। যদি পৌর এলাকায় স্থাপিত 'পৌর জীবিকা কেন্দ্র' করার ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিকাঠামো না থাকে, তাহলে এই তহবিলের একটি অংশ বাড়ি ভাড়া হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ভারত সরকারের দেয় তহবিল ব্যবহার করে পরিকাঠামো গঠণ বা নির্মান করা যাবে না । কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরানো পরিকাঠামো নতুন রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।'পৌর জীবিকা কেন্দ্র' গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও রাজ্য বা পুরসভাগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে এই কেন্দ্রগুলির জন্য অতিরিক্ত সাহায্যের কথা বিবেচনা করতে পারে। এই পৌর জীবিকা কেন্দ্রগুলি স্ব-উপার্জনশীল ও স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

৪.১৬.২ এ রাজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় মহাসংঘ (ALF) / পৌর মহাসংঘ (CLF) - এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পৌরসভাগুলি চুক্তির ভিত্তিতে এদের নিয়োগ করবে।

৪.১৭ পৌর এলাকায় 'পৌর জীবিকা কেন্দ্র' গুলি যে কোন - সহায়ক সংস্থা - স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)- পৌর মহাসংঘ (CLF) - অলাভজনক সংস্থা (NGO) - সামাজিকসংস্থা - (CBO) - সহায়ক সংস্থা (RO) গড়ে তুলতে পারে। অন্য কোন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সামাজিক অংশীদারিত্ব (PPCP) - এর আদলেও গঠণ করা যেতে পারে।

উপ কার্যক্রম : স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ ও পৌর মহাসংঘের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধি

৪.১৮.১ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্ষমতার বিকাশ একটি বড় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক ও ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সক্ষম করে তোলাই এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। একথা বলাই যায় যে ব্যাংক সংযুক্তিকরণ, হিসাব রক্ষণ, ক্ষুদ্র পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে যথাযথভাবে সক্ষম না হলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা পাওয়া কঠিন হবে। শুধু তাই নয় - স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ, পৌর মহাসংঘ গুলো পরিচালন পদ্ধতি সর্ম্পকেও নিজেরা সক্ষম হবেন। সেই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কার্য্যক্রম রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে যে কোন কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও শহরের সহায়ক কেন্দ্র বা অন্যান্য সামাজিক সংস্থা অথবা বিভিন্ন স্তরের মিশন পরিচালক সংস্থা। প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এ.টি.আই.) ও ইলগাসকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পৌরসভাকে এই রকম প্রশিক্ষণের জন্য র্নিদিষ্ট তহবিল দেওয়া হবে ।

৪.১৮.২ এ রাজ্যে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এ.টি.আই.) ও ইলগাসকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও প্রত্যেক পৌরসভাকে এই রকম প্রশিক্ষণের জন্য র্নিদিষ্ট তহবিল দেওয়া হবে পৌরসভা স্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংগঠিত করার জন্য।

৪.১৯ প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার আদান প্রদান প্রয়োজন। সেই জন্য প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা পরিদর্শন করাও জরুরী। এই তহবিলের একটি অংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ, পৌর মহাসংঘের সঙ্গেযুক্ত মহিলাদের তথা বিভিন্ন স্বর্নিভর গোষ্ঠীর জ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য শিক্ষামূলক পরিদর্শনের খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। এ বাবদ সুনির্দিষ্ট তহবিল পৌরসভাগুলিকে রাজ্য মিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

(ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড ট্রেনিং)

৫.১ এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন - পৌর বিষয়ক দপ্তর, দারিদ্রকর্মসূচি রূপায়নের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য সংস্থা যারা শহরের প্রযুক্তিগত সহায়তা কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত, সেই সব সংস্থা এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জীবিকা উন্নয়নের পথ সুগম করা।

উপকার্যক্রম : কেন্দ্র, রাজ্য ও শহর স্তরে প্রযুক্তিগত সাহায্য

৫.২ এর মূল উদ্দেশ্য হল, **পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন** প্রকল্পের সার্বিক রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও পৌর এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত গুনমান বিশিষ্ট উচ্চমানের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া।

৫.৩ এই কার্যক্রমের সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সহায়ক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। মানব সম্পদ বিকাশ (H.R.), নির্বাহ তথ্য পদ্ধতি / তথ্য আহরণ (MIS), সার্বিক আর্থিক তদারকি প্রক্রিয়া, ক্রয় প্রনালী (Procurement), এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা - এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য পেশাদারদের নিয়ে জাতীয় স্তরে জাতীয় মিশন পরিচালক সংস্থা (ন্যাশানাল মিশন মানেজমেন্ট ইউনিট, সংক্ষেপে এন.এম.এম.ইউ), রাজ্য স্তরে রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা (স্টেট মিশন মানেজমেন্ট ইউনিট, সংক্ষেপে এস.এম.এম.ইউ) এবং শহর স্তরে শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সিটি মিশন মানেজমেন্ট ইউনিট, সংক্ষেপে সি.এম.এম.ইউ) গঠিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্য ও পৌর এলাকা স্তরে দারিদ্রের মাত্রা অনুযায়ী বর্তমান অবস্থান এবং পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র তুলে আনা ও তার বিশ্লেষন - এর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য স্তর এবং পৌর এলাকা স্তরে - এলাকার কৃষি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্রদূরীকরণের যে কৌশল হতে পারে তার জন্য সুর্নিদিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা করতে পারবে। সমগ্রিক ভাবে তৎকালীন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তাও ঠিক করা সম্ভব হবে।

৫.৪ রাজ্য এবং পৌর এলাকা স্তরে নিম্নলিখিত সংখ্যক দক্ষ আধিকারিকদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন -এর মিশন নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠিত হয়েছে :

মিশন নিয়ন্ত্রক সংস্থা (মিশন মানেজমেন্ট ইউনিট)	প্রতি কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ আধিকারিকদের সংখ্যা
রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা (এস.এম.এম.ইউ)	৬
শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ) অতি ক্ষুদ্র শহর (৫০ হাজারের কম জনসংখ্যা)	কোন সি.এম.এম.ইউ. হবে না
শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ) অতি ছোট শহর (৫০ হাজার - ১ লক্ষ)	২
শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ) ছোট শহরের (১ লক্ষ জনসংখ্যা)	২
শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ)মাঝারি শহরের (৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ জনসংখ্যা)	৩
শহর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ) বড় শহরের (৫ লক্ষ জনসংখ্যার বেশি)	৪
গোষ্ঠী সংগঠক বা সি.ও. (কমিউনিটি অর্গানাইজার)	শহরের প্রতি ৩০০০ শহরী দরিদ্রদের জন্য ১ জন সি.ও

৫.৫ এটা আশা করা যায় যে, এই নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে রাজ্য ও পৌর এলাকায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন ও অন্যান্য দারিদ্য দূরীকরণ কর্মসূচি সামগ্রিক ভাবে সফল হবে।

৫.৬ কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা পারদর্শী জাতিয় নগর জীবিকা মিশনের আরো শক্তিশালী ও সফল রুপদানের জন্য তদারকি, মূল্যায়ন, ও সামাজিক নিরীক্ষা, এবং সক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে NIRD, NABCONS অথবা HSM এর সহায়তা গ্রহন করা যেতে পারে।

উপকার্যক্রম : মিশন পরিচালক সংস্থাগুলির প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি

৫.৭ এই উপকার্য্যক্রমের আর একটি প্রধান লক্ষ্য হল - কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও পৌর এলাকা স্তরের সমস্ত সহায়ক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। মুলতঃ প্রাথমিক

পর্যায়ে কেন্দ্র, রাজ্য ও পৌর এলাকা স্তরের বিভিন্ন সহায়ক সংস্থা তথা (RO), স্থানীয় মহাসংঘ, পৌর মহাসংঘ ও অন্যান্যদের যারা প্রকল্প রুপায়নে যুক্ত তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট তহবিল দেওয়া হয়েছে। এই তহবিলের কিছু অংশ, মিশন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সদস্যদের এবং এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির পারস্পরিক জ্ঞানের আদান-প্রদান ও শিক্ষামূলক পরিদর্শনের জন্য খরচ করা যেতে পারে। আমাদের রাজ্যে এ.টি.আই. ও ইলগাসকে এই প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পৌরসভা স্তরে স্থানীয় ভাবে রিসোর্স সেন্টার তৈরী করে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষন সংগঠিত হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান

(এমপ্লয়মেন্ট থ্রু স্কিলট্রেনিং এ্যন্ড প্লেসমেন্ট বা ইএস.টি এ্যন্ড পি)

৬.১ শহরের দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মজুরী ভিত্তিক বা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকার পথকে সুগম করা হল এই কার্যক্রমের আর এক উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যর সফল রূপায়নের জন্য বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করাই হল প্রধান লক্ষ্য। **ESTP**- এই উপকার্য্যক্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সেই সমস্ত গরীবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে - সব রকম সহযোগীতা করবে - যাতে তারা মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান অর্জন করতে পারে বা স্বনিযুক্ত উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে পারে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে পৌর এলাকায় বসবাসকারী সেই সমস্ত মানুষ যারা ঝুকিপূর্ণ পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হন, তাদেরকেও এই উপকার্য্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, সেই ক্ষেত্রে কোন ন্যূনতম বা সর্বোচ্চ শিক্ষার কোন যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত - উপভোক্তার মধ্যে অন্ততঃ ৩০ শতাংশ মহিলা উপভোক্তা হওয়া বাধ্যতামূলক। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা তফসিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। সেইক্ষেত্রে তাদের মোট উপভোক্তার ন্যূনতম সংখ্যা পৌর এলাকার মোট দরিদ্র জনসংখ্যার সমানুপাতিক হবে। শতকরা ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর ১৫ দফা কর্মসূচি অনুসারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য, এই কার্য্যক্রমের ন্যূনতম ১৫% প্রাকৃত (ফিজিক্যাল) ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হবে। এছাড়াও ভিক্ষুক, কাগজ কুড়ানী, নির্মাণ কর্মী, দুঃস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ বৃত্তির সাথে যুক্ত মানুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৬.২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণ সংস্থা নির্বাচন করছেন। এই সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো প্রশিক্ষণের সাথে সাথে স্বীকৃতি ও প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেবে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবে মুলতঃ বিভিন্ন দক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আই.টি.আই, পলিটেকনিক, এন.আই.টি., শিল্পসমিতি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান, সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষক সংস্থা, সেবামূলক সংস্থা, এন.এস.ডি.সি, এবং সরকারী, বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের অন্যান্য নামকরা সংস্থাও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হবে।

৬.৩ এই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষর্নাথী পিছু তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, তাদের পরার্মশ ও উৎসাহ দেওয়া, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়ক সরঞ্জাম কেনা, নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের সঙ্গেযুক্ত প্রশিক্ষকের পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র প্রদান, ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগ, প্রশিক্ষণান্তে কর্মসংস্থান বাবদ খরচ এবং প্রশিক্ষণ

সংস্থার অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচের জন্য এই তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে ঘন্টা ভিত্তিক পারিশ্রমিকের কথা ভারত সরকার প্রস্তাব করেছেন।

৬.৪ এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় মাথায় রাখার প্রয়োজন যে - প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পর স্বনিযুক্তি বা ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নজর দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে অন্ততঃ ৬ মাস এই সহায়তা দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষর্নাথী পিছু দেয় তহবিলের একটা অংশ খরচ করা যেতে পারে। নূন্যতম ৭০% প্রশিক্ষনার্থীকে কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৬.৫ দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের পরিচালন সংস্থার মাধ্যমে নিযুক্ত হবে। এক্ষেত্রে পরিবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্বাচনের ভিত্তিতে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এই নির্বাচন পদ্ধতি সে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠণ এর প্রযুক্তিগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের জন্য দেয় খরচ, রাজ্য সরকার এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট অন্যান্য পরির্বতন, তা এই নিযুক্ত সংস্থাগুলি মানতে বাধ্য থাকবে। রাজ্য স্তরে পরিচালন সংস্থা পরিচালন সংস্থা গুলির প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মানের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোশ করা হবে না।

৬.৬ জাতীয় স্থরে UPA মন্ত্রক বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির সংস্থা (NSDC, SSC, ভারত সরকারের নিজস্ব সংস্থা, শিল্প কেন্দ্র) যারা দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সংগে যুক্ত থাকবে , সে সমস্ত সংস্থার সঙ্গে MOU সাক্ষর করতে পারে ।

৬.৭ দক্ষতা বিকাশের জন্য নিযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা - তথা - নামকরা প্রতিষ্ঠান, শংসাপত্র দেওয়ার জন্য নির্বাচিত সংস্থা, শিল্পগোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় সংঘ, পৌরমহা সংঘ এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত পৌর জীবিকা কেন্দ্রগুলোর সাথে সমন্বয় বজায় রেখে যৌথভাবে কাজ করবে। উপভোক্তা / প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়োগের ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে একক ভাবে কাজ করবে।

৬.৮ স্থানীয় অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী, প্রতিটি রাজ্য স্বাধীন ভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করতে পারবে। প্রতিটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কারিগরী প্রশিক্ষণ ছাড়াও, কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ যেমন কাজের স্বার্থে সাবলীল ভাবে ইংরাজী/ রাজ্যের স্থানীয় ভাষা/ রাষ্ট্রীয় ভাষায় কথা বলা, জীবনধারণের ন্যূনতম আর্থিক জ্ঞান, কম্পিউটারের স্বাভাবিক জ্ঞান, জীবন শৈলী, সামাজিক ও অফিসের আদবকায়দা, সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি অন্যান্য আবশ্যিক দক্ষতা (সফ্ট স্কিল) - এর

প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির নির্বাচন ও তাদের সাথে চুক্তি সাক্ষরের সময়ে, রাজ্য সরকার তার প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারে ।

৬.৯ রাজ্য/ শহর স্তরে মিশন পরিচালক সংস্থাগুলো (এম.এম.ইউ) বিভিন্ন রকম দক্ষতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যয়, কর্মসংস্থান, শংসাপত্র প্রদান ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

স্বনিযুক্তি কার্যক্রম

(সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম বা এস.ই.পি)

উপকার্যক্রম : ব্যক্তিগত এবং দলগত উদ্যোগে স্বনিযুক্তিকরণ

৭.১ স্বনিযুক্তি কার্যক্রম পৌর এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের একক বা দলবদ্ধভাবে লাভজনক স্বনিযুক্তি বা শিল্পের জন্য তহবিল প্রদান করবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়িয়ে স্বনিযুক্তি বা শিল্পের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহন করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। মূলত পৌর এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী কারখানা, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র ব্যাবসায় অংশ গ্রহনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। স্থানীয় দক্ষতা এবং স্থানীয় কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই কার্যক্রমে। প্রত্যেক পৌরসভা স্থানীয় চাহিদা, বিষয় ভিত্তিক দক্ষতার বিবরণ, পণ্যের বিস্তারিত বিপণনের ব্যবস্থা, আয় এবং ব্যায়ের সম্ভাব্য তালিকা, কর্মপোযোগী আর্থিক বাস্তবতা - এই সব বিষয়গুলো উল্লেখ করে পুস্তিকা প্রকাশ করবে। এই পুস্তিকায় চাহিদা অনুযায়ী কাজের বিস্তারিত বিবরণ এবং বিভিন্ন উদ্দ্যোগের কথাও জানাবে। স্বনিযুক্তি কার্যক্রম - এর আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য কোন ন্যূনতম বা সর্বাধিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধিনিষেধ নেই। এ ক্ষেত্রে আওতাভুক্ত মহিলার সংখ্যা ন্যূনতম ৩০% হতে হবে। আওতাভুক্ত তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতিদের পৌর এলাকার দরিদ্র জনসংখ্যার ক্ষেত্রে তাদের অনুপাতের সমানুপাতিক হতে হবে। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের জন্য, এই প্রকল্পের ৩% সংরক্ষিত থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর ১৫ দফা কর্মসূচি অনুসারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য, সংখ্যালঘুদের জন্য এই প্রকল্পের ন্যুনতম ১৫% প্রাকৃত (ফিজিক্যাল) ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট থাকবে ।

৭.২ স্বনিযুক্তি কার্যক্রম - এর সহায়তায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ বর্ধক তহবিল দেওয়া হবে। একক ব্যবসার জন্য সর্বাধিক ২ লাখ টাকা এবং দলগত ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১০ লাখ টাকার তহবিল দেওয়া হবে। আবার একক বা দলগতভাবে শিল্পোদ্দগের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। এই ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপারিশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭.৩ ব্যাক্তিগত বা দলগত ভাবে ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ গ্রহন করা হবে, সেই ক্ষেত্রে বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদ দিতে হবে। ৭% - এর বাড়তি সুদ র্ভতুকি হিসাবে দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে কোনরকম বন্ধক রাখতে হবে না।

উপকার্যক্রম : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্যাংকের সাথে সংযোগ

৭.৪ ব্যাঙ্ক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো ঋণ নিলে বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদের হারের বেশি সুদ র্ভতুকি হিসাবে দেওয়া হবে। এছাড়া সম্পূর্ণ মহিলাদের মাধ্যমে পরিচালিত স্বনির্ভর দলগুলো যদি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে সুদের আরও ৩ শতাংশ বাড়তি ছাড় পাবে। অর্থাৎ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বার্ষিক ৪ শতাংশ সুদে ব্যাংক ঋণ পাবে।

৭.৫ স্বনির্ভর দলগুলোর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করার উপযুক্ত শংসাপত্রের ভিত্তিতে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। ব্যাংক বর্তমান চালু বার্ষিক সুদের হার ও অবস্থা অনুযায়ী প্রযোজ্য ৭% বা ৪% বার্ষিক সুদের হারের ফারাক, পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর মাধ্যমে ব্যাংক গুলোকে দেওয়া হবে। পুরো প্রক্রিয়া টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পরিচালনা ও দেখভাল করা হবে।

টাস্ক ফোর্স গঠণ :

প্রতিটি পৌর সংস্থা / পৌর সভায় একটি করে টাস্ক ফোর্স গঠণ করা হবে। ব্যাক্তিগত ঋণ এবং দলগত ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য পৌরসভায় গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি জমা পড়বে সেই প্রকল্পের রুপায়নের বাস্তবতা বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে ঋণের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে সুপারিশ করবে। স্বনিযুক্তি ও শিল্পের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য ঋণের বিষয়টি পরিচালনা ও তদারকি করবে এই টাস্কফোর্স কমিটি। তাছাড়া স্বনির্ভর দলগুলির মূল্যায়ন - এর ব্যবস্থা করা ও তাদের ব্যাংক ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করবে টাস্কফোর্স।

টাস্ক ফোর্স নিম্নরূপ :

পৌরসভা স্তরে টাস্ক ফোর্স (কলকাতা পৌর নিগম ছাড়া)

ক্রমিক নং	পদ	সভ্য পদ
১	পৌর নিগম/ পৌর সভার মেয়র / চেয়ারপার্সন	চেয়ারম্যান
২	মেয়র পারিষদ বা পৌর পারিষদ / পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর	সদস্য
৩	সংশ্লিষ্ট এলাকায় জেলার লিড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কর্তৃক মনোনীত যে কোন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	সদস্য
৪	শহর প্রকল্প আধিকারীক (সি.পি.ও)	সদস্য-আহ্বায়ক
৫	সহকারী প্রকল্প আধিকারীক (এ.পি.ও)	সদস্য
৬	জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার বা তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি	সদস্য
৭	সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার (একাধিক ব্যাঙ্ক থাকলে চেয়ারপার্সন স্থির করবেন)	সদস্য
৮	এরিয়া লেভেল ফেডারেশন/সিটি লেভেল ফেডারেশন - এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	কমিটি নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা (যদি কমিটি এরকম কাউকে সহমতের ভিত্তিতে সংযুক্ত করতে চায়)	সদস্য (গণ)

কলকাতা পৌর নিগম এলাকার জন্য টাস্ক ফোর্স :

ক্রমিক নং	পদ	সভ্য পদ
১	মেয়র / পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ	চেয়ারম্যান
২	কলকাতা পৌর নিগমের যুগ্ম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং / পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর নোডাল অফিসার	সদস্য-আহ্বায়ক
৩	লিড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	শহর প্রকল্প আধিকারীক (সি.পি.ও)	সদস্য
৫	সহকারী প্রকল্প আধিকারীক(এ.পি.ও)	সদস্য
৬	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অধিকর্তা মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৭	চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্ধারিত দু'জন প্রবীণ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার	সদস্য
৮	এরিয়া লেভেল ফেডারেশন/সিটি লেভেল ফেডারেশন - এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	কমিটি নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা (যদি কমিটি এরকম কাউকে সহমতের ভিত্তিতে সংযুক্ত করতে চায়)	সদস্য (গণ)

উপকার্যক্রম : স্বনিযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রদান

৭.৬ এই কার্যক্রমের আর একটি প্রধান সুফল হল প্রকল্পের আওতাভুক্ত সমস্ত উপভোক্তাদের কার্যকরী মূলধন ও অন্যান্য প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দেওয়া হবে।

উপকার্যক্রম : প্রযুক্তিগত, বিপণনগত ও অন্যান্য সহযোগিতা

৭.৭ এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সমস্ত উপভোক্তাকে স্বনিযুক্তি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও বিপণনের জন্যে সহযোগীতা করা হবে। যে কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে কাঁচামাল, উৎপাদন পদ্ধতি তার বিপণনের জন্য মোড়ক, পণ্যচিহ্ন এবং বাজার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করে। এই পত্যেকটি ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত উপভোক্তারা সহযোগীতা পাবে। এই উদ্দেশ্যকে সফলভাবে রূপদানের জন্য পৌরসভার জমি / রাস্তার ধার বাজার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পৌর এলাকার ছোট ছোট ব্যবসা করা হকারদের জন্য বাজার, সপ্তাহান্তে বাজার, সন্ধ্যাকালীন বাজার, উৎসবের জন্য বিশেষ বাজার - এই ধরণের ব্যবস্থাপনা গ্রহন করা যেতে পারে। আবার অন্যদিকে বর্তমান বাজার এর কি ভবিষ্যত হতে পারে সেই বিষয়ে সমীক্ষা করবে। ছোট ছোট ব্যাবসায়ীরা যাতে সফল হতে পারে তার জন্য কাঁচামাল আমদানি, পণ্যচিহ্ন, মোরকের নকশা, বিজ্ঞাপন, বিপণন ব্যবস্থা বা কৌশল ইত্যাদির ওপর কারিগরী সহায়তাও দেওয়া হবে।

শহরের হকারদের সহায়তা

(সাপোর্ট টু আর্বান স্ট্রিট ভেনডর)

৮.১ পৌর এলাকায় রাস্তার ধারে অস্থায়ী ভাবে ব্যবসা করা মানুষ বা হকাররা এই কার্যক্রমের একটি চিহ্নিত উপভোক্তা । পৌর এলাকায় সমস্ত হকারদের পূর্নবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহন করার পরিকল্পনা করা, ঋণ গ্রহনের জন্য সাহায্য করা এবং এই সমস্ত হকারদের জন্য নগর পরিকল্পনা গ্রহন করা এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। তাছাড়াও পৌর এলাকায় বসবাসকারী দূর্বল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা মহিলা তফশিলী জাতি, তফশিলী আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত করাও এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর মোট বাজেটের সর্বাধিক ৫% এই অংশের জন্য খরচ করা যেতে পারে।

উপকার্যক্রম : হকার স্বার্থে পথ বিপণন নীতি

৮.২ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন রাজ্য ও পৌর এলাকায় বসবাসকারী হকারদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান র্নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সমীক্ষা করবে। উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে তাদের নিবন্ধিকরণ করবে এবং পরিচয় পত্র প্রদান করবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে পৌরসভা একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করবে এবং তা রক্ষা-বেক্ষণ করবে। তথ্য ভান্ডার - এর উপর দাঁড়িয়ে পৌরসভা হকারদের জন্য বিপণন নীতি গ্রহন করবে এবং বিপণনের জন্য স্থায়ী জায়গা নির্ধারন করবে।

উপকার্যক্রম : হকারদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে সহায়তা

৮.৩ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পে, পৌর এলাকার দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এইসব হকাররা, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পেতে পারে এবং স্বনিযুক্তি কার্যক্রম (এস.ই.পি) - এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা পেতে পারে।

উপকার্যক্রম : হকারদের ঋণ সক্ষমতা

৮.৪ হকারদের ব্যাংকের সাধারণ পরিষেবার আওতায় আনতে উৎসাহ দেওয়া হবে। এছাড়াও, কার্যকরী মূলধন ও অন্যান্য প্রয়োজনে হকারদের নিজের ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

উপকার্যক্রম : হকার বাজার উন্নয়ন

৮.৫ হকারদের পূর্নবাসনের লক্ষ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন পরিকল্পনা আর একটি গুরুত্বপূর্ন লক্ষ্য। পরিবহনের সুবিধার জন্য বাধানো রাস্তা, বাজার সংলগ্ন এলাকায় পরিশুত পাণীয় জলের ব্যবস্থা, সংলগ্ন এলাকা ও বাজার এলাকায় যাতে পরিবেশ দূষণ না হয় তার জন্য কঠিন বর্জ্য পর্দাথের সুষ্ঠু

ব্যবস্থাপনা, বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রী রাখার ব্যবস্থাপনা, পরিবহনের জন্য গাড়ী রাখার আলাদা জায়গা সুর্নিদিষ্ট করা হবে। এছাড়াও হকারদের স্বার্থে গৃহীত বিপণন নীতি অনুযায়ী হকার বাজার বা হকারদের জন্য বাজার, নির্দিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্র বা অন্য ধরণের পণ্যের বাজার তৈরি করা হবে।

উপকার্যক্রম : সামাজিক সুরক্ষার কেন্দ্রীকরণ

৮.৬ এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দূর্বল ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে এই সব জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প - এর পরিষেবা পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আর্থিক অনুদানের রূপরেখা এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি

(ফান্ডিংপ্যার্টান এন্ড ফাইনানসিয়াল প্রসেস)

৯.১ মিশন দ্বারা অর্থসাহায্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অংশীদারিত্ব নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	রাজ্য	কেন্দ্রের অংশ (%)	রাজ্যের অংশ (%)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত রাজ্য	৯০	১০
২	অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি	৬০	৪০

৯.২ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর সফল ভাবে রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে আর্থিক তহবিল প্রদান করবে। এছাড়াও আগের অন্যান্য দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের খরচের ব্যয়-ক্ষমতা ও সাফল্যের ওপরও তহবিল পাওয়ার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের চাহিদার বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থান এবং আর্থিক সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই এই বাড়তি অনুদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে কেন্দ্রীয় সরকার ।

৯.৩ জাতীয় মিশন পরিচালন সংস্থা সর্বভারতীয় স্তরে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করবে তার সঙ্গে সমতা রেখে রাজ্যের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হবে এবং এই লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজ্যের সাফল্যের পরিমাপ করা হবে। একইভাবে রাজ্য স্তর থেকে পৌর এলাকাগুলির সাফল্য পরিমাপ করা হবে।

৯.৪ কেন্দ্র নির্ধারিত তহবিল প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থাকে দুটো কিস্তিতে সরকারি অনুদান দেবে। পর পর পর্যায়ক্রমে তহবিল পাওয়ার জন্য রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থাকে আগে পাওয়া তহবিলের ব্যয়ের শংসাপত্র দিতে হবে। এছাড়া রাজ্যের জন্য তহবিল বরাদ্দের বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে। রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থার (এস.এম.এম.ইউ)-র মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের জন্য নিদিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা (টার্গেট) অনুযায়ী নগর মিশন পরিচালক সংস্থা (সি.এম.এম.ইউ)-কে বরাদ্দকৃত অর্থ দেওয়া হবে।

৯.৫ রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট তহবিলের কোন অংশ যদি কেন্দ্রের কাছে থেকে যায়, তাহলে প্রকল্পের সফলতার জন্য সেই তহবিল রাজ্য পেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আর্থিক বছরের তিন মাসে কেন্দ্রের কাছে তা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে ।

৯.৬ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় তহবিল প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ব্যায়ের জন্য মিশন ডাইরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন, পৌর বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার - এর মাধ্যমে পৌরসংস্থাকে পাঠানো হবে। এই তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পের সবকটি কার্যক্রম সফলভাবে রূপায়ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে যদি কিছু উদ্বৃত্ত তহবিল হয় তাহলে সেই তহবিলের যাতে সদব্যবহার হয় সেটিকে দেখা হবে। রাজ্য তার প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ একটি খাতের তহবিল অন্য খাতে ব্যবহার করতে চাইলে জাতীয় নগর জীবিকা মিশন ডাইরেক্টরের অনুমোদন লাগবে। প্রকল্প রূপায়ন - এর কাজটির গতি তরান্বিত করার জন্য এই উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যয় করা হবে।

শহরের গৃহহীনদের আবাস্থল প্রদান পরিকল্পনা

(স্কিম অফ্ শেল্টার ফর আর্বাণ হোমলেস বা এস. ইউ. এইচ)

১০.১ পৌর এলাকায় বসবাস করা গৃহহীন, দরিদ্রতম পিছিয়ে পড়া মানুষকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্থায়ী আবাস-এর ব্যবস্থা করা এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এই সমস্ত গৃহহীন, দরিদ্র মানুষের জন্য এই কেন্দ্র স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে চিহ্নিত হবে। পৌর এলাকায় ১ লাখ জনসংখ্যার নিরিখে ৫০ জন গৃহহীন মানুষের জন্য একটি স্থায়ী 'জন আবাসস্থল' (কমিউনিটি সেন্টার) গঠণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

১০.২ যে সমস্ত শহরকে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার চিহ্নিত করেছে, সেই সমস্ত শহরগুলিতে এই আবাসস্থল বাড়িয়ে তোলার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আমাদের রাজ্যে সমস্ত এন.ইউ.এল.এম শহরে, একটি করে এমন আবাসস্থল গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহন করেছে।

১০.৩ প্রতিটি আবাসস্থল-এর ক্ষেত্রে প্রতি জনের জন্য ন্যূনতম ৫০ বর্গফুট অথবা ৫ বর্গমিটার স্থান নির্দিষ্ট করে পরিকল্পনা করতে হবে।

১০.৪ প্রতিটি আবাসস্থলে সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য পানীয় জল, শৌচালয়, রান্নাঘর, সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যবস্থা করা হবে। এই আবাসকেন্দ্রে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ যাতে সরকারি অন্যান্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়ে পরিষেবা গ্রহন করতে পারে, তার জন্য ICDS, NUHM, সর্বশিক্ষা মিশন ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তা মূলক প্রকল্প-এর সঙ্গে সংযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

১০.৫ প্রতিটি আবাসন কেন্দ্রে সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। পৌর এলাকায় বসবাসকারী পিছিয়ে পড়া দূর্বল গৃহহীন মানুষ যারা বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবার আওতার বাইরে থাকে, শুধুমাত্র কিছু প্রমান পত্র যেমন - বয়স ও ঠিকানার প্রমানপত্র-এর অভাবে, এই প্রকল্প ঐ সমস্ত মানুষদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে ।

১০.৬ গৃহহীন, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য নির্মিত আবাসন কেন্দ্র ঐ সমস্ত মানুষদের বর্তমান অবস্থান এবং জীবিকাস্থল-এর যতটা সম্ভব কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে যে, এইসব গৃহহীন মানুষরা রেল স্টেশন, বাস ডিপো, বাজার, পাইকারী বেচা-কেনার বাজার-এর মত জায়গায় আশ্রয় নেয় এবং সংঘবদ্ধ হয়। এই নতুন আবাসন কেন্দ্রটি যেন এই সমস্ত জায়গার থেকে দূরে না হয়।

প্রয়োজন পরলে নগরোন্নয়ন প্রকল্প সংকলন ও রূপায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও মূল পরিকল্পনার পরির্বতন ও পরিমার্জন করা যেতে পারে। কিন্তু ফাঁকা এলাকা, যেমন জনসাধারণের জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত জায়গা, শিল্পাঞ্চল, বিনোদন-এর জন্য ব্যবহৃত ফাঁকা জায়গায় - নির্দেশিকা ও মূল পরিকল্পনায় পরিবর্তনের মাধ্যমে আবাসন কেন্দ্র নির্মান-এর জন্য অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

১০.৭ যদি এমন হয় যে নতুন আবাসন কেন্দ্র নির্মানের জন্য উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে পুরোনো বা আগের কোন পরিকাঠামো বা সরকারি বাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গা এবং বাকি পরিষেবার দেওয়ার সুবিধাও বিচার করে দেখা দরকার। নতুন নির্মানের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়টিও মাথায় রাখা দরকার। কোন রকম আবহাওয়া জনিত কারণে এই আবাসন কেন্দ্রে বসবাসকারী মানুষরা যাতে বিপদসংকুল হয়ে না পড়ে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। রাজ্য সরকারগুলোকে এই নির্মান কেন্দ্রে যাতে কম ব্যায়ে শক্তি সংরক্ষণের সুবিধাযুক্ত উদ্ভাবনী নকশা তৈরি করে - সেই বাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে।

১০.৮ অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে 'আবাসন পরিচালন সমিতি' (সেল্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা এস. এম. সি) গঠণ করা হবে। ঐ কমিটিতে আবাসিকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। ঐ কমিটির উপরে আবাসন কেন্দ্র-এর দৈনন্দিন দেখাশুনা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, পরিচর্যা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকবে।

১০.৯ আবাসন কেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় মহাসংঘ / পৌর মহাসংঘ / অসরকারি সংস্থা বা অন্যান্য কোন রেজিস্ট্রীভুক্ত সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই সংস্থা কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করবে।

১০.১০ এই আবাসন কেন্দ্রে বসবাসকারী সমস্ত পিছিয়ে পড়া, দারিদ্রমানুষদের জন্য কম দামে স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়ার জন্য কমিউনিটি কিচেন তৈরি করতে হবে। এই কমিউনিটি কিচেন-এর দায়িত্ব কোন সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থাকে দিতে হবে। আবাসন কেন্দ্রে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ যাতে এই আবাসন কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষন ও সুরক্ষার কাজে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহন করে সে ব্যাপারে উৎসাহ ও সচেতন করা হবে যাতে তারা এই আবাসন কেন্দ্রও নিজেদের অধিকারবোধ সর্ম্পকে সচেতন হয়।

১০.১১ এই আবাসন কেন্দ্র নির্মান - এর জন্য ৬০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও ৪০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকার ব্যয়বহন করবে। রাজ্য সরকার নির্মাণ কাজের জন্য জমির সংস্থান করে নিজের অংশীদারিত্ব পালন করতে পারবে।

১০.১২ প্রতিটি আবাসন কেন্দ্রের কার্যপ্রণালী এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম ৫ বছর পর্যন্ত ঐ নির্দিষ্ট খাতে পুরো ব্যয়ের ৬০ শতাংশ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ৯০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে।

১০.১৩ আবাসিকদের দায়িত্ববোধ সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের আয়ের ১/১০ ভাগ থেকে ১/২০ ভাগ পর্যন্ত ভাড়া হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অর্থ আবাসস্থলের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হবে। যারা ভাড়া দিতে অসমর্থ হবে তাদের ভাড়া মকুব করা হবে।

উদ্ভাবনী ও বিশেষ প্রকল্প

(ইনোভেটিভ এন্ড স্পেশাল প্রজেক্টস্)

১১.১ পৌর এলাকায় বসবাসকারী সেই সমস্ত মানুষরা যারা দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং যারা বিপদসংকুল অবস্থায় বসবাস করেন তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। পৌর এলাকা ভিত্তিক অভিনব উদ্দ্যোগের মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রকল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়ে এই উদ্দেশ্যকে সফল করা হবে। সরকারি, বেসরকারি, PPP- এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম রূপায়ন করা যেতে পারে। শহরের দারিদ্রদের স্থায়ী জীবিকার ক্ষেত্রগুলোকে প্রভাবিত করার জন্য উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা-এর মাধ্যমে এই সমস্ত দারিদ্রদের জীবনের মানন্নোয়নের ওপর সুফল পাওয়া যায়। এই উদ্ভাবনী ও বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জীবিকার সুযোগ তৈরি করার জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহন করতে হবে। পিছিয়ে পড়া দারিদ্র মানুষদের স্থায়ী জীবিকার জন্য নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প তৈরি ও তার সঠিক রূপায়নের জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সহায়তার জন্য পরিকাঠামো, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ, তাদের নানা রকম সহায়তার জন্য তহবিল দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আধাসরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, বনিক সভা, যে কোন সরকারি দপ্তর, এজেন্সি, পৌরসভা, জাতীয় স্তরের সম্পদ সংগঠণ / সংস্থা, রাজ্য স্তরের সম্পদ সংগঠণ / সংস্থা এবং পৌর সভার সম্পদ সংগঠণ / সংস্থা এবং আর্ন্তজাতিক এই ধরণের প্রকল্পের মাধ্যমে একটি দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্থায়ী জীবিকার সুযোগ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্বাবনী প্রক্রিয়া তৈরি ও রূপায়ণ, সহায়ক পরিকাঠামো তৈরী, প্রযুক্তিগত বিকাশ, বানিজ্যিক পণ্যের বিপণনের সুযোগ বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আধাসরকারি সংস্থা, বেসরকারি ক্ষেত্র, বণিক সভা, সরকারি দপ্তর, এজেন্সি, পৌরসভা, জাতীয়, রাজ্য ও শহর কেন্দ্রিক রিসোর্স সেন্টার ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ে যৌথ মালিকানা ভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদ্বাবনী বা বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.২ এই কার্যক্রমের জন্য মোট কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ৫ শতাংশ ব্যয় করা হবে। এটি সরাসরি কেন্দ্রীয় ভাবে পরিচালিত হবে এবং তার জন্য রাজ্যের কোন আর্থিক অংশীদারিত্বের প্রয়োজন নেই। এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বিশেষ প্রকল্পগুলি ন্যাশনাল মিশন ডাইরেক্টরেট-এর মাধ্যমে সরাসরি রূপায়িত হবে। এ রাজ্যে প্রত্যেক যোগ্য শহরে ন্যূনতম একটি করে প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পরিচালনা ও অন্যান্য খরচ

(এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড আদার এক্সপেনসেস বা এ. এন্ড. ও. ই)

১২.১ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর মোট আর্থিক বরাদ্দের ২ শতাংশ তহবিল প্রকল্প পরিচালনা এবং অন্যান্য খাতে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও শহর স্তরে ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে প্রকল্পের তদারকি, এম. আই. এস., বৈদ্যুতিন সন্ধান, তথ্য ভান্ডারের মানোন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ, প্রকল্প মূল্যায়ন ও অন্যান্য বিষয় যা পশ্চিমবঙ্গঁ নগর জীবিকা মিশন - এর রূপায়ণের সাথে জড়িত বা এর অন্তর্ভূক্ত।

তথ্য, সচেতনতা ও প্রচার

(ইনফরমেশন এডুকেশনএন্ড কমিউনিকেশন বা আই. ই. সি.)

১২.২ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর মোট আর্থিক বরাদ্দের ৩ শতাংশ তহবিল কেন্দ্র, রাজ্য স্তরে সচেতনতা ও প্রচারের (আই. ই. সি.) উদ্দ্যেশে খরচ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর পরিচালন এবং প্রশাসনিক কাঠামো

১৩.১ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন কর্মসূচি রূপায়নের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও পৌর সভাস্তরে স্বতন্ত্র পরিকাঠামো থাকবে। রাজ্য স্তরে নগর জীবিকা মিশন নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা আছে। পৌরসভা স্তরে সিটি লেভেল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (CMMU) গঠণ করা হয়েছে। রাজ্য স্তরে নগর জীবিকা মিশন - এর দায়িত্বে আছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার-এর মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন একজন পূর্ন সময়ের রাজ্য মিশন অধিকর্তা (State Mission Director / SMD)। রাজ্য মিশন অধিকর্তা - রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট রাজ্য স্তরে নগর জীবিকা মিশনের কর্মসূচি রূপায়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধি, নিয়োগ ও জীবিকার উন্নয়ন বিষয়ক কাজের জন্য পৌর বিষয়ক দপ্তরের কাছে দায়বদ্ধ আছে। প্রতিটি পৌরসভা স্তরে সিটি লেভেল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এই সংস্থা রাজ্য নগর জীবিকা মিশনের নেতৃত্বে কাজ করছে।

১৩.২ রাজ্য ও পৌরসভাস্তরে রাজ্য মিশন অধিকর্তা ও পৌরসভা স্তরে নগর মিশন অধিকর্তার নেতৃত্বে রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং সিটি লেভেল ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শি একটি টিম চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তথা - দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবিকা, আর্থিক অর্ন্তভুক্তি, সামাজিক ঐক্যবদ্ধকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে

রাজ্য ও পৌর স্তরে কারিগরি উপদেষ্টা গোষ্ঠী (T.A.G.) গঠিত হবে। রাজ্যস্তরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কারিগরী উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সভাপতির নাম স্থির করবেন। এই কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও শহরী দারিদ্রদূরীকরণ মন্ত্রক ২ জন প্রতিনিধি মনোনিত করবেন। রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে পৌর স্তরে এই কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠণ করবে।

১৩.৩ রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা, পৌরস্তরে সিটি লেভেল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা নগর মিশন পরিচালক সংস্থা গঠনে সহায়তা করছে। সেই সঙ্গে রাজ্য মিশন পরিচালনা সংস্থা সুদূর প্রসারী স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করছে। এই পরিকল্পনায় শহরী দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি, নগর জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রাধান্য পাবে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর নির্দেশিকা তৈরি করবে। সমগ্র কর্মসূচির সামগ্রিক সফল রূপায়নের জন্য রাজ্য ও পৌরসভাস্তরে ক্রমান্বয়ে তদারকি ও মূল্যায়ন করছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর সার্বিক সফল রূপায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর - এর সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবে।

রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা

১৩.৪ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - দুই স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই দুই প্রশাসনিক পরিকাঠামো হল - ১) গর্ভনিং কাউন্সিল এবং ২) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই গর্ভনিং কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করবেন । এবং রাজ্যের মুখ্য সচিব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করবেন।

১৩.৫ **রাজ্যস্তরে গভর্নিং কাউন্সিল - এর গঠণ নিম্নরূপ :**

ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ	ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ
১	মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী	চেয়ারপার্সন	১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী	সদস্য
২	অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	ভাইস চেয়ারপার্সন	১৩	কলকাতা পৌর নিগম - এর মেয়র	সদস্য
৩	পৌর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৪	মধ্যমগ্রাম পৌর সভার চেয়ারম্যান	সদস্য
৪	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৫	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব	সদস্য
৫	শ্রম দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৬	পৌর বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য আহ্বায়ক
৬	শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৭	রাজ্যের লিড ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা	সদস্য

ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ	ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ
৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৮	ভারত সরকারের আবাসন ও শহরী দারিদ্রদূরীকরণ মন্ত্রকের প্রতিনিধি	সদস্য
৮	কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	১৯	জীবিকা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ	সদস্য
৯	ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	২০	শিল্প প্রতিনিধি	সদস্য
১০	যুবকল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য	২১	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী	সদস্য			

১৩.৬ রাজ্যস্তরে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল - এর গঠণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ	ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ
১	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব	চেয়ারম্যান	১৩	ক্রীড়া দপ্তরের সচিব	সদস্য
২	পৌর বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৪	যুব কল্যাণ দপ্তরের সচিব	সদস্য
৩	নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৫	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের সচিব	সদস্য
৪	অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৬	নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব	সদস্য
৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৭	রাজ্যের লিড ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা	সদস্য
৬	পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৮	অন্য একটি রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাঙ্কের প্রধান	সদস্য
৭	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	১৯	রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রাজ্য প্রতিনিধি	সদস্য
৮	শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিব	সদস্য	২০	শিল্প প্রতিনিধি	সদস্য
৯	অনগ্রসর শ্রেনি ও কল্যাণ দপ্তরের প্রাধান সচিব	সদস্য	২১	স্বনির্ভর গোষ্ঠী / ফেডারেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
১০	সমাজ কল্যান দপ্তরের সচিব	সদস্য	২২	পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন জীবিকা মিশনের রাজ্য মিশন অধিকর্তা	সদস্য
১১	খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সচিব	সদস্য	২৩	ভারত সরকারের আবাসন ও শহরী দারিদ্রদূরীকরণ মন্ত্রকের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সচিব	সদস্য	২৪	পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের রাজ্য মিশন অধিকর্তা	সদস্য আহ্বায়ক

১৩.৭ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর আওতাভুক্ত 'গৃহহীনদের জন্য আবাসস্থল / কেন্দ্র' প্রকল্পটির গঠণ ও পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকবেন স্থানীয় পৌরসভা। রাজ্য স্তরে গঠিত একটি কমিটি এই প্রকল্পটির রুপায়নের জন্য ছাড়পত্র দেবে।

১৩.৮ রাজ্যস্তরে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)-এর নেতৃত্বে রাজ্য নগর জীবিকা মিশন একটি সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়েছে। সুডার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের সফল রূপায়ন। রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা রাজ্যস্তরে মিশন কর্মসূচিকে পরিচালনা করছে। শহরের জীবিকা উন্নয়ন এবং দারিদ্রদূরীকরণের লক্ষ্যে রাজ্য এবং জাতীয় মিশন একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদান করছে।

১৩.৯ রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত সুডার ডিরেক্টর - পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের সংস্থা রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব বহন করছেন। রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থার ডিরেক্টর জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য যে অন্যান্য প্রকল্প আছে - তথা দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবিকার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহন, বিভিন্ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তা করছেন। এছাড়াও তিনি এই সংস্থার সার্বিক প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বে থাকছেন।

১৩.১০ দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তথা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মহিলা তথা দারিদ্রমানুষদের ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, জীবিকার নির্ধারন ও মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য মিশন পরিচালক সংস্থা পারদর্শী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছেন।

১৩.১১ প্রকল্পের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি এম.আই.এস সেল গঠিত হয়েছে। দারিদ্রদূরীকরনের জন্য অন্যান্য প্রকল্পের পরিচালন সংস্থা তথা আম্রুত ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - এর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গঁ নগর জীবিকা মিশন পরিচালিত হচ্ছে যাতে সবকটি প্রকল্পের একত্রীকৃত হয়ে সার্বিকভাবে দারিদ্রদূরীকরণ ও জীবিকার মানোন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়।

১৩.১২ 'পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন'- দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য প্রকল্পের আওতাভুক্তকরণের জন্য ও অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করবে। এছাড়া পৌর সভা স্তরে যে সমস্ত সম্পদ সংগঠণ / সংস্থা - গুলি আছে তাদের সঙ্গে সহযোগীতা ও সমন্বয় বজায় রেখে চলবে যাতে করে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিকভাবে রূপায়ন করা সম্ভবপর হয়। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে পৌর এলাকার স্তরে সিটি লেভেল ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে করতে হবে ।

১৩.১৩ শহরস্তরে পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পটি তদারকি ও মূল্যায়ন করার জন্য একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠণ করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতিত্ব করবেন পৌরসভার চেয়ারপার্সন।

গহর স্তরে এক্সিকিউটিভ কমিটির গঠণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদ	সভ্যপদ
১	পৌরনিগম/পৌরসভার মেয়র/চেয়ারম্যান	চেয়ারপার্সন
২	শিক্ষা/স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ / পৌর পারিষদ	সদস্য
৩	পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ / পৌর পারিষদ	সদস্য
৪	জেলা শিল্প কেন্দ্রের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্কুল শিক্ষা কর্মকর্তা বা তার প্রতিনিধি	সদস্য
৬	পৌরনিগম/পৌরসভার সহকারী বাস্তুকার /উপ সহকারী বাস্তুকার	সদস্য
৭	জেলার লিড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার - এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	সিটি লেভেল ফেডারেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৯	এরিয়া লেভেল ফেডারেশনের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান দ্বারা নির্ধারিত যে কোন দু'জন)	সদস্য
১০	সহকারী প্রকল্প আধিকারীক (এ. পি. ও)	সদস্য
১১	শহর প্রকল্প আধিকারীক (সি. পি. ও) (শহর প্রকল্প কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রকল্প আধিকারীকসদস্য - আহ্বায়ক হবেন)	সদস্য - আহ্বায়ক
১২	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট - এর প্রতিনিধি (পৌর বা নিকটবর্তী এলাকার)	সদস্য
১৩	অন্য কোন সদস্য যাকে চেয়ারম্যান সহমতের ভিত্তিতে সংযুক্ত করতে চান	সদস্য

১৩.১৪ প্রতিটি পৌরসভা স্তরে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর দায়িত্বে থাকবে। এছাড়াও এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত সমস্ত দারিদ্রমানুষের জীবিকা নির্ধারনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করবে। শহরের গৃহহীন মানুষের জন্য বাসস্থানের সুনিশ্চিত করণের জন্য আবাসস্থল দেওয়ার মাধ্যমে পৌর এলাকার অন্যান্য সুবিধাগুলোও যাতে সুনিশ্চিত করা যায় - সেটা নজরদারি করবে। এক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটির ওপর।

এই প্রতিটি উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই বিভিন্ন পৌরসভা, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ইত্যাদির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে।

১৩.১৫ নগর মিশন পরিচালক সংস্থা (C.M.M.U.) -এর প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবেন শহর প্রকল্প আধিকারিক। নগর জীবিকা মিশন -এর সার্বিক সাফল্য ও কাজের অগ্রগতির জন্য চুক্তির ভিত্তিতে একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিবর্গ এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সমস্ত নিযুক্ত বিষয়ে পারদর্শী ব্যাক্তি নিজ নিজ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালনা, তদারকি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বধান করছেন। প্রতি ৩০০০ পরিবার পিছু একজন জনগোষ্ঠী সংগঠক (সি.ও.) দায়িত্বে থাকছেন। এছাড়া চুক্তির ভিত্তিতে হিসাব রক্ষক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, মাল্টি টাস্কিং সহায়ক সহ অন্যান্য কর্ম সহায়কদের নিয়ে একটা দল গঠণ করা হয়েছে । এই দল পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের সামগ্রিক রুপায়নের দায়িত্বে থাকবেন।

১৩.১৬ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন - এর নির্দেশিকা অনুযায়ী শহরাঞ্চলে প্রকল্পটির রূপায়ণের দায়িত্ব থাকছে শহর মিশন পরিচালক সংস্থার উপর। এই সংস্থা, শহর ভিত্তিক শহরে জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক দিকগুলি দেখভাল করবেন।

১৩.১৭ মিশন পরিচালক সংস্থাগুলি দারিদ্রমানুষের দীর্ঘস্থায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকা নির্ধারণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই এই কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন এবং নিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের কাজ দেখাশুনা করার জন্য ৫ বছর পর্যন্ত চুক্তি ভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে।

প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ

১৪.১ পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশনের কার্যকরী রূপায়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি পৌরসভা ভিত্তিক মাসিক কার্য বিবরণী প্রতিবেদন নেওয়া হবে। এই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য স্তরে কার্য বিবরনী প্রতিবেদন তৈরি হবে এবং তা প্রতিমাসে জাতীয় মিশন ডাইরেক্টরের কাছে পাঠাচ্ছে। এছাড়া মিশন ডাইরেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী সময় বিশেষে প্রকল্পের অগ্রগতির অন্যান্য বিবরণ তৈরি করছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-কার্যক্রমের অগ্রগতির সঠিক পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করার জন্য আদর্শ পন্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি CMMUএবং SMMU ও তা রূপায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে। CMMUএবং SMMUএর কার্যকরী সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে SMMU কে CMMU মাসিক কার্য বিবরণী প্রতিবেদন (MPR) প্রেরণ করছে।

১৪.২ প্রকল্পের ভৌগলিক বিস্তার, সম্পদ এবং রাজ্য জুড়ে এবং ব্যাপ্তির কথা মাথায় রেখে প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণের জন্য নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি সামগ্রিক ও শক্তিশালী ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম.আই.এস) গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্য প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

১৪.৩ প্রকল্পের নিরীক্ষণের বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ণ, মূল্যায়ণের কার্যকরী বিশ্লেষণ ও সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রকল্প চলাকাকীন কাজের মধ্যবর্তী সময়ে মূল্যায়ন এর সময় তা সংশোধন ও প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পূরনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প চলাকালীন অবস্থায় মিশনের কাজের মূল্যায়ণ করা হচ্ছে।

১৪.৪ এই খাতে ব্যয়ভার বহন করা হবে পশ্চিমবঙ্গ নগর জীবিকা মিশন-এর পরিচালনা ও অন্যান্য খরচ (এ.এ্যন্ড ও.ই)-র মাধ্যমে।